তারিখ ... 04 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৭ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

সমকালীন চিন্তা

letters.ittefaq@gmail.com

প্রশ্নফাঁসে অভিভাবকরাই অনেকাংশে দায়ী

মো. আসাদুজ্জামান গালিব

কিছুদিন আগে এক গণিত উৎসবের আয়োজন করেছিলাম। সেখানে একজন অভিভাবকের সঙ্গে দেখা, যিনি কি না আমার কলেজ-শিক্ষিকাও ছিলেন। গণিত উৎসবে তাঁর দুজন মেয়েও পরীক্ষা দিচ্ছে। কথাবার্তা-খোঁজ নেওয়ার সুবাদে অনেক কথাই জানা হলো। তাঁর বড় মেয়ে এবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কৃতকার্য হয়েছেন বলেও জানতে পারি। গণিত প্রতিযোগিতার এক পর্যায়ে ম্যামের সঙ্গে আবার দেখা। একটু দূরে ডেকে বললেন—আসাদ, তুমি কি প্রশ্নগুলো সমাধান করতে পারবে? যদি পার, তাহলে সমাধান করে আমার মেয়ের নাম লিখে জমা দিয়ো (আয়োজক হওয়ার সুবাদে)। অসম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে মনে হয় একটু মন খারাপই করলেন। মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম! ভাবলাম—সামান্য উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা, তাই এমন অবস্থা! এরপর অভিন্ন এক অভিজ্ঞতা হলো, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক আত্মীয় তাঁর মেয়েকে নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য—ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাঁর মেয়ে। কথা বলার এক ফাঁকে বললেন—মনে হয় তোমাদের এখানে প্রশ্নফাঁস হতে পারে। তুমি কি ম্যানেজ করতে পারবে? উত্তর না-সূচক হলো এভাবে যে, এখানে এটি সম্ভব নয়। এমন উত্তরে নাখোশ হওয়ারই কথা। যা হোক, পরদিন রেজাল্টের খোঁজ নিতে ফোন দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হওয়ার মতো অবস্থা। তাঁর অভিযোগ—প্রশ্নফাঁস হয়েছে বলে তার মেয়ে জাবিতে চান্স পায়নি। অনেকে নাকি ফাঁস হওয়া প্রশ্নের ৮০টি প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মরত সাংবাদিক হওয়ার পরও প্রশ্নফাঁসের ঘটনা জানতে পারিনি।

দুটি ঘটনাতেই দেখা গেল—অভিভাবকদেরই যত চিন্তা। অথচ শিক্ষার্থীদের তেমন কোনো মাথাব্যথাই নেই। অভিভাবকরা ভাবছেন না তাঁরা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারছেন। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষাতেও প্রশ্নফাঁসের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটছে। পরীক্ষার আগের রাতে প্রধানশিক্ষকের বাসায় সমাপনী পরীক্ষার্থীদের পড়ানো হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এখানেও অভিভাবকরা নির্বিকার। অথচ তাঁরা ভাবছেন না যে, তাঁরা নিজেদের সন্তানদের 'চুরি করা' শেখাচ্ছেন। ভবিষ্যতে সেই সন্তানেরা বাবা-মায়ের সম্পদ কিংবা রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি করতেও দ্বিধা করবে না। গণমাধ্যমের কল্যাণে জানা যায়, প্রতি সেট প্রশ্ন নাকি ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকায় পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। এত টাকা একজন পরীক্ষার্থীর জন্য কখনোই পরিশোধ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে যদি অভিভাবকরা সচেতন হতেন, তবে প্রশ্নফাঁসকারীদের মতো সমাজের জঘন্য ব্যক্তিরা হতাশ হতো এবং সমাজকে কলুষমুক্ত করার নিমিত্ত আমরা আরো একধাপ অগ্রসর হতে পারতাম।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়